Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – II, Issue-I, published on January 2022, Page No. 1 –20
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

কোচবিহার জেলার কথ্য ভাষার সর্বনাম বৈচিত্র্য

শুভাশিস সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: subasissaha.tfg@gmail.com

Keyword
পুনরুল্লেখ, নির্দেশক, সাপেক্ষ, পারস্পরিক, বৈচিত্র্য

Abstract
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি জেলা কোচবিহার। বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস এই জেলায়। এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহে যে সকল পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাদের মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- নামপদ ও ক্রিয়া পদ। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় ভেদে নামপদকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। আর পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদের বিরক্তিকর পুনরুল্লেখ পরিহার করবার জন্যই মূলত সর্বনাম পদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।কোচবিহার জেলার কথ্য ভাষাতে এই সর্বনাম পদের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে ইংরেজি বা অসমিয়ার মত এই জেলার স্থানীয় বা অভিবাসিত কোন সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাতেই সর্বনাম পদের লিঙ্গ ভেদ নেই।
কিন্তু পুরুষ ও বচন ভেদে এই জেলার স্থানীয়ও অভিবাসিত উভয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদসমূহে বহুবিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, পুরুষবাচক, নির্দেশক, অনির্দেশক, প্রশ্নবাচক, আত্মবাচক, সমষ্টিবাচক, সাপেক্ষ ও পারস্পরিক ইত্যাদি অষ্টবিধ ভাগে এই জেলার সর্বনাম পদ সমূহকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। আর সর্বনাম পদের তথা ভাষার এই বিপুল বৈচিত্র্যকে বহন করেই কোচবিহার আজ ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ একটি জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Discussion
পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত জেলা এই কোচবিহার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের বাস এই জেলায়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৮১৯০৮৬ জন[১]। ভাষার নিরিখে এদের প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- (১) 'স্থানীয়' বা 'রাজবংশী' বা ' কামতাপুরী' বা 'দেশি' সম্প্রদায় এবং (২) 'অভিবাসিত' বা 'বাঙাল' বা 'বাঙালি' বা 'ভাটিয়া' সম্প্রদায়। 'স্থানীয়' সম্প্রদায় হল এই জেলার আদি অধিবাসী, যাঁরা বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। আর অভিবাসিত সম্প্রদায় হল সেই জনসম্প্রদায়, যাঁরা পূর্ববঙ্গ তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস স্থাপন করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুবাদে তাঁরাও লাভ করেছেন এদেশের স্থায়ী নাগরিকত্ব। তবে কেবল

পোশাক-আশাক বা খাদ্যাভ্যাসেই নয় এই দুই জন সম্প্রদায়ের মুখের ভাষাতেও রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। এই জেলার স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা "তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করেন সেই ভাষাই দেশি ভাষা বা রাজবংশী ভাষা ভাষা হিসাবে পরিচিত"[২]। তবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভাষার এই নামকরণ নিয়ে বিতর্কে শেষ নেই। কিন্তু এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করা যেহেতু আমাদের এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়, তাই এই জেলার 'স্থানীয়' সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাকে আমরা 'স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভাষা' এবং অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাকে আমরা 'অভিবাসিত সম্প্রদায়ের ভাষা' বলে আমাদের এই গবেষণা নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। এই দুই প্রধান ভাষাসম্প্রদায় ছাড়াও এই জেলায় রাভা, গারো, সাঁওতাল সহ বহু জনজাতির মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের ভাষা ও বহুবিধ। তবে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তথা নিজ সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করলেও বাড়ির বাইরে তথা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেন না। বরং এই 'স্থানীয়' বা 'অভিবাসিত' সম্প্রদায়ের ভাষার মধ্যে কোন একটিকে তাঁদের মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন। তাছাড়া এইরূপ ভাষাভাষী জনসাধারণের সংখ্যাও খুব সামান্য হওয়ার কারণে আমাদের এই আলোচনায় তাঁদের ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাতেই সর্বনাম পদের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন থেকে এই জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুবাদে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদসমূহের বহু বৈচিত্র্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

বাক্যে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাই সর্বনাম পদ। সাধারণত "কোনো একটি বিশেষ্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহার অনভিপ্রেত হলে তার পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়"[৩]। নাম পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলে এই পদকে "প্রতি নাম"[৪] ও বলা যেতে পারে। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলে বিশেষ্যের মতই এই জেলার "সর্বনামের গঠন কারক ও বচনভেদে পরিবর্তিত হয়"[৫]। তবে 'শিষ্ট বাংলা ভাষার ন্যায়'[৬] এই জেলার কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদের কোন লিঙ্গ ভেদ নেই।

কোচবিহার জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাতেই প্রধানত আট প্রকার সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা :

(ক) ব্যাক্তি বাচক বা পুরুষ বাচক সর্বনাম।

(খ) নির্দেশক সর্বনাম।

(গ) অনির্দেশক সর্বনাম।

(ঘ) প্রশ্ন বাচক সর্বনাম।

(ঙ) আত্মবাচক সর্বনাম।

(চ) সমষ্টিবাচক বা সাকাল্য বাচক সর্বনাম।

(ছ) সাপেক্ষ সর্বনাম।

ও (জ) পারস্পরিক বা ব্যতিহার সর্বনাম।

(ক) ব্যাক্তি বাচক বা পুরুষ বাচক সর্বনাম:

এই প্রকার সর্বনাম সাধারণত ব্যক্তি বা পুরুষবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মান্য বাংলা ভাষার মতই এই জেলার কথ্য ভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকে। নিজে একটি তালিকার মাধ্যমে এই পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ গুলি তুলে ধরা হল । যথা–

পুরুষ		স্থানীয়		অভিবাসিত	
		একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম		মুই	হামরা,আমরা, হামরালা, হামরাগিলা, আমরাগিলা, হামরাগুলা, আমরাগুলা	আমি	আমরা
মধ্যম	সাধারণার্থ	তুই	তোমরা, তমরা, তোমা, তোমহা,	তুমি	তুমরা, তোমরা
	তুচ্ছার্থ	তুই	তোমরা, তমরা, তোমা, তোমহা,	তুই	তোরা, তরা
	সম্ভ্রমার্থ	তমরা, তোমরা	তোমরা , তমরা, তোমা, তোমহা, তমরালা, তোমরাগিলা,	আপনে,আমনে,আপনি	আপনেরা, আমনেরা, আপনারা
প্রথম	সাধারণার্থ	উয়ায়, উমায়, ,উনায়, উঞাঁয়	উমরা, উমুরা, উমরালা, উমরাগিলা	ও, উ, ওই, ওইতি, হেইতি, হ্যায়, অয়	অরা, ওরা, উয়ারা, হ্যারা
	সম্ভ্রমার্থ	উমরা, উমা	উমরা, উমুরা, উমরালা, উমরাগিলা	তিনি	তেনারা, তিনারা

পুরুষ ভেদে এই পুরুষ বাচক সর্বনাম পদকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম।

(২) মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম।

(৩) প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনাম।

(১) উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম :

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম রূপে একবচনে- মুই এবং বহুবচনে- হামরা, হামা, আমরা, হামরালা, হামরাগিলা, আমরাগিলা, হামার ঘর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম রূপে একবচনে- আমি এবং বহুবচনে- আমরা ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

*উত্তম পুরুষের সর্বনাম :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	মুই	আমি	হামরা,হামা,আমরা,হামরালা,হামরাগিলা, আমরাগিলা, হামার ঘর	আমরা
দ্বিতীয়া	মোক্, হামাক্	আমারে	হামাক্, হামাকলাক্,হামাকগিলাক্, হামকগুলাক্, হামারঘরক্,আমারঘরক্	আম্গোরে , আম্গরে, আমাগোরে, আঙ্গোরে,আমাই গোরে
তৃতীয়া	মোর দারা, মোক্ দিয়া, হামার দারা, হামাক্ দিয়া	আমার দারা, আমারে দিয়া	হামার দারা,হামাক্ দিয়া, হামার ঘরক্ দিয়া, হামাকলাক্ দিয়া, আমার ঘরক্ দিয়া, আমাকলাক্ দিয়া, হামাকগিলাক্ দিয়া, হামারলার দারা	আমগোর দারা,আমগো দারা, আম্গোরে দিয়া, আম্গরে দিয়া, আঙ্গরে দিয়া,আমাইগোরে দিয়া
চতুর্থী	মোক্ , হামাক্	আমারে	হামাক্, হামাকলাক্,হামাকগিলাক্, হামকগুলাক্, হামারঘরক্,আমারঘরক্	আম্গোরে , আম্গরে, আঙ্গো রে, আমাইগোরে ,আমাগোরে
পঞ্চমী	মোরটে থাকি, মোরটে হাতে	আমার থিকা, আমার কাছ থিকা	হামারটে থাকি, হামারটে হাতে, আমার গুলারটে থাকি, হামার গুলারটে থাকি, হামার গিলারটে থাকি, হামার গিলারটে হাতে	আমগোর থিকা, আমগর কাছ থিকা, আঙ্গোর থিকা, আমাগোর কাছ থিকা
ষষ্ঠী	মোর	আমার	হামার, আমার , হামার গিলার , হামার গুলার, আমার গিলার, আমার গুলার, হামারলার, হামার ঘরের	আম্গো, আম্গ, আমাগো, আঙ্গো
সপ্তমী	মোরটে	আমার মইদ্যে, আমার মদ্দি , আঙ্গোর মইদ্যে	হামারটে, হামার গিলারটে, হামারলারটে	আমগোর মইদ্যে,আমগো মইদ্যে, আম্গো মদ্দি, আঙ্গো মইদ্যে, আম্গ মদ্দি, আমাগো মদ্দি, আঙগো মদ্দি, আমগোর মদ্দি, আমাগোর মদ্দি

(২) মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম:

মধ্যম পুরুষের সাধারণার্থক সর্বনাম:

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক সাধারণার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তুই এবং বহুবচনে- তোমরা, তোমা, তোমরালা, তোমরাগিলা, তোমরাগুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক সাধারণার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তুমি এবং বহুবচনে- তুমরা, তোমরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	তুই	তুমি	তোমরা, তোমা, তোমরালা, তোমরাগিলা ,তোমরাগুলা	তুমরা, তোমরা
দ্বিতীয়া	তোক্	তুমারে, তোমারে	তোমাক্, তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্	তুমগোরে, তুমগরে, তুঙ্গোরে ,তুমাই গরে
তৃতীয়া	তোক্ দিয়া, তোর দারা	তুমারে দিয়া,তুমার দারা	তোমাক্ দিয়া, তোমার দারা, তোমাকলাক্ দিয়া, তোমারলার দারা, তোমাকগিলাক্ দিয়া ,তোমারগিলার দারা	তুমগোরে দিয়া, তুমগরে দিয়া, তুঙ্গোরে দিয়া, তুমাইগোরে দিয়া
চতুর্থী	তোক্	তুমারে, তোমারে	তোমাক্, তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্	তুমগোরে, তুমগরে, তুঙগোরে ,তুমাই গরে
পঞ্চমী	তোরটে হাতে, তোরটে থাকি	তোমার থিকা, তুমার থিকা, তুমার কাছ থিকা	তোমারটে হাতে, তোমারটে থাকি, তোমারলারটে হাতে, তোমারলারটে থাকি, তোমারগিলারটে হাতে,তোমারগিলারটে থাকি	তোমগোর থিকা, তুমগর কাছ থিকা, তুঙ্গোর থিকা, তুমাগোর কাছ থিকা
ষষ্ঠী	তোর	তোমার, তুমার	তমার, তোমার, তোমারলার, তোমারগিলার, তোমারগুলার	তোমগোর তুমগর, তুমগো, তুঙ্গোর, তুমাগোর, তুমাগো
সপ্তমী	তোরটে	তোমার মইদ্যে, তুমার মইদ্যে, তুমার মদ্দি	তোমারটে, তোমারলারটে, তোমারগিলারটে	তোমগোর মইদ্যে, তুমগো মইদ্যে, তুঙ্গোর মইদ্যে, তুমগোর মদ্দি, তুমাগোর মদ্দি

মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক সর্বনাম:

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক তুচ্ছার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তুই এবং বহুবচনে- তোমরা, তোমা, তোমরালা, তোমরাগিলা , তোমরাগুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক তুচ্ছার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তুই এবং বহুবচনে- তরা, তোরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	তুই	তুই	তোমরা, তোমা, তোমরালা, তোমরাগিলা, তোমরাগুলা	তরা, তোরা
দ্বিতীয়া	তোক্	তোরে তরে	তোমাক্, তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্	তগোরে তগরে
তৃতীয়া	তোক্ দিয়া, তোর দারা	তোর দারা, তর দারা, তোরে দিয়া, তরে দিয়া	তোমাক্ দিয়া, তোমার দারা, তোমাকলাক্ দিয়া, তোমারলার দারা, তোমাকগিলাক্ দিয়া, তোমারগিলার দারা	তগোর দারা, তগো দারা, তগর দারা, তোগরে দিয়া, তগোরে দিয়া, তগরে দিয়া
চতুর্থী	তোক্	তোরে, তরে, তর নিগা, তর জইন্যে	তোমাক্, তোমাকলাক্, তোমাকগিলাক্	তগোরে, তগরে, তগোর নিগা , তগোর জইন্যে
পঞ্চমী	তোরটে হাতে, তোরটে থাকি	তর থিকা , তর কাছ থিকা	তোমারটে হাতে, তোমারটে থাকি, তোমারলারটে হাতে, তোমারলারটে থাকি, তোমারগিলারটে হাতে, তোমারগিলারটে থাকি	তগোর থিকা, তগর কাছ থিকা
ষষ্ঠী	তোর	তোর তর	তমার, তোমার, তোমারলার, তোমারগিলার, তোমারগুলার	তোগোর তগোর, তগর, তগো
সপ্তমী	তোরটে	তোর মইদ্যে, তর মইদ্যে,	তোমারটে, তোমারলারটে,	তোগোর মইদ্যে, তগোর মইদ্যে,

		তর মদ্দি	তোমারগিলারটে	তগর মইদ্যে, তোগোর মদ্দি, তগোর মদ্দি

মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম:

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তমরা, তোমরা, তোমা ইত্যাদি এবং বহুবচনে- তমরাগিলা, তোমরাগিলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় মধ্যম পুরুষ বাচক সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- আপনে, আমনে, আপনি ইত্যাদি এবং বহুবচনে- আপনেরা, আমনেরা, আপনারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	তমরা, তোমরা, তোমা	আপনে, আমনে, আপনি	তমরাগিলা, তোমরাগিলা	আপনেরা, আমনেরা, আপনারা
দ্বিতীয়া	তমাক্, তোমাক্	আপনেরে, আমনেরে, আপনারে	তমাকগিলাক্, তোমাকগিলাক্	আপনেগোরে, আপনেগরে, আমনেগরে, আপনাগোরে
তৃতীয়া	তোমাক্ দিয়া, তোমার দারা,	আপনেরে দিয়া, আমনেরে দিয়া, আপনারে দিয়া, আপনের দারা, আমনের দারা	তোমাকগিলাক্ দিয়া, তোমারগিলার দারা	আপনাগোরে দিয়া, আপনেগরে দিয়া, আমনেগরে দিয়া, আমনেগোর দারা, আপনেগোর দারা
চতুর্থী	তমাক্, তোমাক্	আপনেরে, আমনেরে, আপনারে	তমাকগিলাক্, তোমাকগিলাক্	আপনেগোরে, আপনেগরে, আমনেগরে, আপনাগোরে
পঞ্চমী	তোমারটে হাতে, তোমারটে থাকি	আপনের থিকা, আমনের কাছ থিকা, আপনার থিকা, আপনার কাছ থিকা	তোমারগিলারটে হাতে, তোমারগিলারটে থাকি	আপনেগোর থিকা, আপনেগর কাছ থিকা, আমনেগর থিকা, আপনাগোর কাছ থিকা
ষষ্ঠী	তমার, তোমার,	আপনের, আমনের,	তমারগিলার, তোমারগিলার	আপনেগোর, আপনেগর,

		আপনার		আমনেগর, আপনাগোর
সপ্তমী	তমারটে, তোমারটে	আপনের মইদ্যে, আমনের মইদ্যে, আপনের মদ্দি, আপনার মদ্দি	তমারগিলারটে, তোমারগিলারটে	আপনেগোর মইদ্যে, আপনেগর মইদ্যে, আমনেগর মদ্দি, আপনাগোর মদ্দি

(৩) প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনাম:

প্রথম পুরুষের সাধারণার্থক সর্বনাম:

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষ বাচক সাধারণার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- উয়ায়, উএঞায় ইত্যাদি এবং বহুবচনে- উমরা, উমা, উমরালা, উমরাগিলা, উমরাগুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষ বাচক সাধারণার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- ও, উ, ওইতি, অয় ইত্যাদি এবং বহুবচনে- ওরা, অরা, উয়ারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	উয়ায়, উএঞায়	ও, উ, ওইতি, অয়	উমরা, উমা, উমরালা, উমরাগিলা, উমরাগুলা	ওরা, অরা, উয়ারা
দ্বিতীয়া	উয়াক্, উএঞাক্	অরে, উয়ারে	উমাক্, উমাকলাক্, উমকগিলাক্	অগোরে, অগরে, উয়াগোরে
তৃতীয়া	উয়াক্ দিয়া, উয়ার দারা	অরে দিয়া, উয়ারে দিয়া অর দারা, উয়ার দারা	উমাক্ দিয়া, উমার দারা, উমকলাক্ দিয়া, উমকগিলাক্ দিয়া, উমারলার দারা, উমারগিলার দারা	অগরে দিয়া, অগো দারা, উয়াগোরে দিয়া, উয়াগো দারা
চতুর্থী	উয়াক্, উএঞাক্	অরে, উয়ারে,	উমাক্, উমাকলাক্, উমকগিলাক্	অগোরে, উয়াগোরে,
পঞ্চমী	উয়ারটে হাতে, উয়ারটে থাকি	অর থিকা, উয়ার থিকা, অর কাছ থিকা, উয়ার কাছ থিকা	উমারটে হাতে, উমারটে থাকি, উমারলারটে হাতে, উমারলারটে থাকি,	অগো থিকা, উয়াগো থিকা, অগো কাছ থিকা,

			উমারগিলারটে হাতে, উমারগিলারটে থাকি	উয়াগো কাছ থিকা
ষষ্ঠী	উয়ার, উঞার	অর, উয়ার	উমার, উমারলার, উমারগিলার	অগোর, অগর, উয়াগোর
সপ্তমী	উয়ারটে, উঞারটে	অর মইদ্যে, উয়ার মইদ্যে, অর মদ্দি, উয়ার মদ্দি	উমারটে, উমারলারটে, উমারগিলারটে	অগোর মইদ্যে, উয়াগোর মইদ্যে, অগোর মদ্দি, উয়াগোর মদ্দি

প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম:

এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষ বাচক সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- উমরা, উমা ইত্যাদি এবং বহুবচনে- উমরাগিলা ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষ বাচক সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- তিনি এবং বহুবচনে- তিনারা, তেনারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	উমরা , উমা	তিনি	উমরাগিলা	তিনারা, তেনারা
দ্বিতীয়া	উমাক্	তেনারে	উমাকগিলাক্	তেনাগরে, তেনাগোরে
তৃতীয়া	উমাক্ দিয়া, উমার দারা	তেনারে দিয়া, তেনার দারা	উমকগিলাক্ দিয়া, উমারগিলার দারা	তেনাগোরে দিয়া, তেনাগো দারা
চতুর্থী	উমাক্	তেনারে	উমাকগিলাক্	তেনাগরে, তেনাগোরে
পঞ্চমী	উমারটে হাতে, উমারটে থাকি	তেনার থিকা, তেনার কাছ থিকা	উমারগিলারটে হাতে, উমারগিলারটে থাকি,	তেনাগো থিকা, তেনাগো কাছ থিকা
ষষ্ঠী	উমার	তেনার	উমারগিলার	তেনাগো, তেনাগোর

সপ্তমী	উমারটে	তেনার মইদ্যে, তেনার মদ্দি	উমারগিলারটে	তেনাগো মইদ্যে, তেনাগর মইদ্যে, তেনাগো মদ্দি, তেনাগর মদ্দি

যদিও এই জেলার অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে 'তিনি' এবং বহুবচনে 'তিনারা' বা 'তেনারা'- এর পরিবর্তে দূর নির্দেশক পুরুষবাচক সর্বনাম রূপে পরিচিত একবচনে 'উনি' এবং বহুবচনে 'উনিরা' বা 'উনারা'- এর প্রয়োগ ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায়।

(খ) নির্দেশক সর্বনাম :

এই প্রকার সর্বনাম কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রকার সর্বনামকে "উল্লেখ-সূচক বা নির্ণয়-সূচক সর্বনাম"[৭] বলে উল্লেখ করেছেন। নির্দেশক সর্বনাম আবার দুই প্রকার। যথা-
(১) নিকট নির্দেশক সর্বনাম ও (২) দূর নির্দেশক সর্বনাম।

(১) নিকট নির্দেশক সর্বনাম:

এই প্রকার সর্বনাম "নিকটের ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে"[৮]। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় নিকট নির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- ইয়ায়(ব্যক্তিবাচক),হিটা (বস্তুবাচক) ইত্যাদি এবং বহুবচনে- ইমরা, ইমা, ইমরালা, ইমরাগিলা(ব্যক্তিবাচক), এইললা, এইগিলা (বস্তুবাচক)ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় নিকট নির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- ইনি(ব্যক্তিবাচক), এইডা(বস্তুবাচক)ইত্যাদি এবং বহুবচনে-এনারা, ইনিরা(ব্যক্তিবাচক), এইগুনা, এইগ্না, এইন্না (বস্তুবাচক)ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

নিকট নির্দেশক সর্বনাম(ব্যক্তিবাচক):

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	ইয়ায়	ইনি	ইমরা, ইমা, ইমরালা, ইমরাগিলা	এনারা, ইনিরা
দ্বিতীয়া	ইয়াক্	এনারে, ইনিরে	ইমাক্, ইমাকলাক্, ইমাকগিলাক্	এনাগোরে, ইনিগরে
তৃতীয়া	ইয়াক্ দিয়া, ইয়ার দারা	এনারে দিয়া, এনার দারা	ইমাক্ দিয়া, ইমার দারা, ইমকলাক্ দিয়া, ইমকগিলাক্ দিয়া, ইমারলার দারা, ইমারগিলার দারা	এনাগো দারা, এনাগোরে দিয়া, ইনিগরে দিয়া

চতুর্থী	ইয়াক্	এনারে, ইনিরে	ইমাক্, ইমাকলাক্, ইমাকগিলাক্	এনাগোরে, ইনিগরে
পঞ্চমী	ইয়ারটে হাতে, ইয়ারটে থাকি	এনার থিকা, ইনির থিকা	ইমারটে হাতে,ইমারটে থাকি, ইমারলারটে হাতে, ইমারলারটে থাকি, ইমারগিলারটে হাতে, ইমারগিলারটে থাকি,	এনাগো থিকা, ইনিগো থিকা
ষষ্ঠী	ইয়ার	এনার, ইনির	ইমার, ইমারলার, ইমারগিলার,	এনাগো ইনিগো
সপ্তমী	ইয়ারটে	এনার মইদ্যে, ইনির মদ্দে	ইমারটে, ইমারলারটে,ইমারগিলারটে	এনাগো মইদ্যে, ইনিগো মদ্দে

নিকট নির্দেশক সর্বনাম (বস্তুবাচক):

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	হিটা	এইডা	এইললা, এইগিলা	এইগুনা, এইগ্না, এইন্না
দ্বিতীয়া	হিটাক্	এইডারে	এইললাক্, এইগিলাক্	এইগুনারে,এইগ্নারে, এইন্নারে
তৃতীয়া	হিটাক্ দিয়া, হিটার দারা	এইডা দিয়া,	এইললা দিয়া, এইগিলা দিয়া, এইললার দারা, এইগিলার দারা	এইগুনারে দিয়া, এইগ্নারে দিয়া, এইন্নারে দিয়া, এইগুনার দারা, এইগ্নার দারা, এইন্নার দারা
চতুর্থী	হিটাক্	এইডারে	এইললাক্, এইগিলাক্	এইগুনারে,এইগ্নারে, এইন্নারে
পঞ্চমী	হিটার থাকি, হিটার হাতে	এইডার থিকা	এইললা হাতে, এইললা থাকি, এইগিলা হাতে, এইগিলা থাকি	এইগুনার থিকা, এইগ্নার থিকা, এইন্নার থিকা
ষষ্ঠী	হিটার	এইডার	এইলার, এইগিলার	এইগুনার, এইগ্নার,এইন্নার
সপ্তমী	হিটাত্	এইডার মইদ্যে, এইডার মদ্দে	এইললাত্, এইগিলাত্	এইগুনার মইদ্যে, এইগ্নার মইদ্যে,

				এইগ্নার মদ্দে, এইন্নার মদ্দে

(২) দূর নির্দেশক সর্বনাম:

এই প্রকার সর্বনাম "দূরের ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে"[৯]। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- উয়ায় (ব্যক্তিবাচক),হোটা (বস্তুবাচক) ইত্যাদি এবং বহুবচনে- উমরা, উমা, উমরালা, উমরাগিলা (ব্যক্তিবাচক), ওইললা, ওইগিলা (বস্তুবাচক) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় দূর নির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- উনি (ব্যক্তিবাচক), ওইডা (বস্তুবাচক) ইত্যাদি এবং বহুবচনে- উনারা, উনিরা(ব্যক্তিবাচক), ওইগুনা, ওইগ্না, ওইন্না (বস্তুবাচক) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

*দূর নির্দেশক সর্বনাম (ব্যক্তিবাচক) :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	উয়ায়	উনি	উমরা, উমা, উমরালা, উমরাগিলা	উনারা,উনিরা
দ্বিতীয়া	উয়াক্	উনারে,উনিরে	উমাক্, উমাকলাক্, উমাকগিলাক্	উনাগোরে,উনিগরে
তৃতীয়া	উয়াক্ দিয়া, উয়ার দারা	উনারে দিয়া, উনিরে দিয়া, উনার দারা, উনির দারা,	উমাক্ দিয়া, উমার দারা, উমকলাক্ দিয়া, উমকগিলাক্ দিয়া, উমারলার দারা, উমারগিলার দারা	উনাগোরে দিয়া, উনিগরে দিয়া, উনাগো দারা, উনিগো দারা
চতুর্থী	উয়াক্	উনারে, উনিরে	উমাক্, উমাকলাক্, উমাকগিলাক্	উনাগোরে,,উনিগরে
পঞ্চমী	উয়ারটে হাতে, উয়ারটে থাকি	উনার থিকা, উনির থিকা	উমারটে হাতে,উমারটে থাকি, উমারলারটে হাতে, উমারলারটে থাকি,উমারগিলারটে হাতে,উমারগিলারটে থাকি,	উনাগো থিকা, উনিগো থিকা
ষষ্ঠী	উয়ার	উনার, উনির	উমার, উমারলার, উমারগিলার,	উনাগো, উনিগো
সপ্তমী	উয়ারটে	উনার মইদ্দ্যে, উনির মদ্দে	উমারটে, উমারলারটে,উমারগিলারটে	উনাগো মইদ্দ্যে, উনিগো মইদ্দ্যে, উনাগো মদ্দে, উনিগো মদ্দে

দূর নির্দেশক সর্বনাম (বস্তুবাচক) :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	হোটা	ওইডা	ওইললা, ওইগিলা	ওইগুনা, ওইগ্না, ওইন্না
দ্বিতীয়া	হোটাক্	ওইডারে	ওইললাক্, ওইগিলাক্	ওইগুনারে, ওইগ্নারে, ওইন্নারে
তৃতীয়া	হোটাক্ দিয়া, হোটার দারা	ওইডা দিয়া, ওইডার দারা	ওইললা দিয়া, ওইগিলা দিয়া, ওইললার দারা,ওইগিলার দারা	ওইগুনা দিয়া, ওইগ্না দিয়া, ওইন্না দিয়া, ওইগুনার দারা, ওইন্নার দারা
চতুর্থী	হোটাক্	ওইডারে	ওইললাক্, ওইগিলাক্	ওইগুনারে, ওইগ্নারে, ওইন্নারে
পঞ্চমী	হোটার হাতে, হোটার থাকি	ওইডার থিকা	ওইললার হাতে, ওইললার থাকি, ওইগিলার হাতে, ওইগিলার থাকি	ওইগুনার থিকা, ওইগ্নার থিকা, ওইন্নার থিকা
ষষ্ঠী	হোটার	ওইডার	ওইললার, ওইগিলার	ওইগুনার, ওইগ্নার, ওইন্নার
সপ্তমী	হোটাত্	ওইডার মইদ্যে, ওইডার মদ্দে	ওইললাত্, ওইগিলত্	ওইগুনার মইদ্যে, ওইগ্নার মইদ্যে, ওইন্নার মইদ্যে, ওইগুনার মদ্দে, ওইগ্নার মদ্দে, ওইন্নার মদ্দে

(গ)অনির্দেশক সর্বনাম:

এই প্রকার সর্বনাম "কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে বসে"[১০] এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় অনির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- কাহো, কাঙো(ব্যক্তিবাচক),কিছু (বস্তুবাচক) ইত্যাদি এবং বহুবচনে- কাহো কাহো, কাঙো কাঙো (ব্যক্তিবাচক), কিছু কিছু (বস্তুবাচক) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় অনির্দেশক সর্বনাম রূপে একবচনে- কেউ(ব্যক্তিবাচক),কিছু (বস্তুবাচক) ইত্যাদি এবং বহুবচনে- কেউ কেউ(ব্যক্তিবাচক), কিছু কিছু (বস্তুবাচক) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

অনির্দেশক সর্বনাম (ব্যক্তিবাচক) :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	কাহো, কাঙো	কেউ	কাহো কাহো, কাঙো কাঙো	কেউ কেউ
দ্বিতীয়া	কাকো	কাউরে	কাকো কাকো	কাউরে কাউরে
তৃতীয়া	কাকো দিয়া,কারো দারা	কাউরে দিয়া, কাউর দারা	কাকো কাকো দিয়া,কারো কারো দারা	কাউরে কাউরে দিয়া, কাউর কাউর দারা
চতুর্থী	কাকো	কাউরে	কাকো কাকো	কাউরে কাউরে
পঞ্চমী	কারোটে হাতে, কারোটে থাকি	কাউর থিকা	কারো কারোটে হাতে, কারো কারোটে থাকি	কাউর কাউর থিকা
ষষ্ঠী	কারো	কাউর	কারো কারো	কাউর কাউর
সপ্তমী	কারোটে	কাউর মইদ্যে, কাউর মদ্দি	কারো কারোটে	কাউর কাউর মইদ্যে, কাউর কাউর মদ্দি

অনির্দেশক সর্বনাম (বস্তুবাচক) :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	কিছু	কিছু	কিছু কিছু	কিছু কিছু
দ্বিতীয়া	কিছুক্	কিছুরে	কিছু কিছুক্	কিছু কিছুরে
তৃতীয়া	কিছুক্ দিয়া, কিছুর দারা	কিছুরে দিয়া, কিছুর দারা	কিছু কিছুক্ দিয়া, কিছু কিছুর দারা	কিছু কিছুরে দিয়া, কিছু কিছুর দারা
চতুর্থী	কিছুক্	কিছুরে	কিছু কিছুক্	কিছু কিছুরে
পঞ্চমী	কিছু হাতে, কিছু থাকি	কিছুর থিকা	কিছু কিছুর হাতে, কিছু কিছুর থাকি	কিছু কিছুর থিকা
ষষ্ঠী	কিছুর	কিছুর	কিছু কিছুর	কিছু কিছুর
সপ্তমী	কিছুত্	কিছুর মইদ্যে, কিছুর মদ্দি	কিছু কিছুত্	কিছু কিছুর মইদ্যে, কিছু কিছুর মদ্দি

(ঘ)প্রশ্নবাচক সর্বনাম:

এই প্রকার সর্বনামে কোন কিছু জানবার ইচ্ছা থাকে । এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রশ্নবাচক সর্বনাম রূপে একবচনে- কায়(ব্যক্তিবাচক),কোনটা (বস্তুবাচক), কুনব্যালা, কৎক্ষণে, কোৎদিন, কুনদিন, কুন্ঠে, কোটে, ক্যানে, ইত্যাদি এবং বহুবচনে- কায় কায়(ব্যক্তিবাচক), কোনগিলা (বস্তুবাচক),কতলা,কতোলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রশ্নবাচক সর্বনাম রূপে একবচনে- ক্যারা, কে(ব্যক্তিবাচক), কটা, কয়ডা, কুনডা (বস্তুবাচক), কহন, কহনকা, কবে, কুনদিন, কুনু, কুঠাই, ক্যা, ক্যান ইত্যাদি এবং বহুবচনে- ক্যারা ক্যারা(ব্যক্তিবাচক), কুনগুলা, কুনগুনা (বস্তুবাচক) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম (ব্যক্তিবাচক):

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	কায়	ক্যারা	কায় কায়	ক্যারা ক্যারা
দ্বিতীয়া	কাক্	কারে	কাক্ কাক্	কারে কারে
তৃতীয়া	কাক্ দিয়া, কার দারা	কারে দিয়া, কার দারা	কাক্ কাক্ দিয়া, কার কার দারা	কারে কারে দিয়া, কার কার দারা
চতুর্থী	কাক্	কারে	কাক্ কাক্	কারে কারে
পঞ্চমী	কারটে হাতে, কারটে থাকি	কার থিকা, কার কাছ থিকা	কার কারটে হাতে, কার কারটে থাকি	কাগো থিকা, কাগো কাছ থিকা
ষষ্ঠী	কার	কার	কার কার	কাগো
সপ্তমী	কারটে	কার মইদ্যে, কার মদ্দি	কার কারটে	কাগো মইদ্যে, কাগো মদ্দি

প্রশ্নবাচক সর্বনাম (বস্তুবাচক) :

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	কোনটা	কুনডা	কোনগিলা	কুনগুলা,কুনগুনা
দ্বিতীয়া	কোনটাক্	কুনডারে	কোনগিলাক্	কুনগুলারে,কুনগুনারে
তৃতীয়া	কোনটাক্ দিয়া, কোনটার দারা	কুনডা দিয়া, কুনডার দারা	কোনগিলাক্ দিয়া,	কুনগুলা দিয়া, কুনগুনা দিয়া, কুনগুলার দারা,কুনগুনার দারা

			কোনগিলার দারা	
চতুর্থী	কোনটা ক্	কুনডারে	কোনগিলা ক্	কুনগুলারে,কুনগুনারে
পঞ্চমী	কোনটা হাতে, কোনটা থাকি	কুনডার থিকা,	কোনগিলা হাতে, কোনগিলা থাকি	কুনগুলার থিকা, কুনগুনার থিকা
ষষ্ঠী	কোনটার	কুনডার	কোনগিলার	কুনগুলার, কুনগুনার
সপ্তমী	কোনটাত্	কুনডার মই দ্যে, কুনডার মদ্দি	কোনগিলা ত্	কুনগুলার মইদ্যে, কুনগুলার ম দ্দি, কুনগুনার মইদ্যে, কুনগুনার ম দ্দি

(ঙ) আত্মবাচক সর্বনাম:

"কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য"[১১] আত্মবাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় আত্মবাচক সর্বনাম রূপে- নিজে, আপনি, নিজের থাকিয়া, নিজে নিজেই ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় আত্মবাচক সর্বনাম রূপে- নিজে, আপনি, স্বয়ং, খোদ, নিজে থিকা, আপনা-আপনি, নিজেরা নিজেরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	নিজে	নিজে	নিজে নিজে	নিজেরা, নিজে নিজে
দ্বিতীয়া	নিজোক্	নিজেরে	নিজোক্ নিজোক্	নিজেগরে, নিজেগোরে
তৃতীয়া	নিজোক্ দিয়া, নিজের দারা	নিজেরে দিয়া, নিজের দারা	নিজোক্ নিজোক্ দিয়া, নিজের নিজের দারা	নিজেগরে দিয়া নিজেগো দারা
চতুর্থী	নিজোক্	নিজেরে	নিজোক্ নিজোক্	নিজেগরে, নিজেগোরে

পঞ্চমী	নিজেরটে হাতে, নিজেরটে থাকি	নিজের থিকা, নিজের কাছ থিকা	নিজেরটে নিজেরটে হাতে, নিজেরটে নিজেরটে থাকি	নিজেগো থিকা, নিজেগো কাছ থিকা
ষষ্ঠী	নিজের	নিজের	নিজের নিজের	নিজেগো নিজেগো
সপ্তমী	নিজেরটে	নিজের মইদ্যে, নিজের মদ্দি	নিজের নিজেরটে	নিজেগো মইদ্যে, নিজেগো মদ্দি

(চ) **সমষ্টিবাচক সর্বনাম:** এই প্রকার সর্বনাম " সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবে পরিবর্তে প্রয়োগ করা হয় "[১২]। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় **সমষ্টিবাচক** সর্বনাম রূপে – শগায়, কুলায়, গোটায়, শউগ, শউক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এই জেলার স্থানীয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় সমষ্টিবাচক সর্বনাম হিসেবে তামান বা তামাম-এর ব্যবহারও প্রচলিত। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় **সমষ্টিবাচক** সর্বনাম রূপে – ব্যাবাক, ব্যাবাকটি, ব্যাবাকডি, হগলে, হগ্নলে, হগোলডি, শবাই, শবগুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে বিভিন্ন কারকে এই সর্বনাম পদের রূপগুলি দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	-	-	শগায়	শাবাই
দ্বিতীয়া	-	-	শগাক্	শবারে
তৃতীয়া	-	-	শগার দারা, শগাক্ দিয়া	শবার দারা, শবারে দিয়া
চতুর্থী	-	-	শগাক্	শবারে
পঞ্চমী	-	-	শাগারটে হাতে, শাগারটে থাকি	শবার থিকা
ষষ্ঠী	-	-	শাগার	শবার
সপ্তমী	-	-	শাগারটে	শবার মইদ্যে, শবার মদ্দে

(ছ)সাপেক্ষ সর্বনাম বা সংযোগ বাচক সর্বনাম:

"সাপেক্ষ-সর্বনামের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে, এই জন্য উহাদিগকে সমুচ্চয়ী বা সংযোগবাচক সর্বনামও বলে"[১৩]। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় সাপেক্ষ সর্বনাম বা সংযোগ বাচক রূপে একবচনে- জায়-তায়, জাক্-তাক্ ও জ্যালা-শ্যালা ইত্যাদি এবং বহুবচনে- জায় জায়-তায় তায় ও জেতুলা-শেতুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় সাপেক্ষ সর্বনাম বা সংযোগ বাচক রূপে একবচনে- জে-শে, জারে -তারে , জার-তার, জেই-শেই ও জেডা শেডা ইত্যাদি এবং বহুবচনে-জারা-তারা, জেগুলা-শেগুলা, জেগুলা-শেগুলা, জেগুনা-শেগুনা, জেইডি-শেইডি ও জতোডি-ততোডি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে এই

জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় কারক ও বচন ভেদে এই সর্বনাম পদের যে বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হল।

	একবচন		বহুবচন	
	স্থানীয়	অভিবাসিত	স্থানীয়	অভিবাসিত
প্রথমা	জায়-তায়	জে-শে	জায় জায়-তায় তায়	জারা-তারা
দ্বিতীয়া	জাক্-তাক্	জারে-তারে	জাক্ জাক্-তাক্ তাক্	জাগোরে-তাগোরে
তৃতীয়া	জাক্ দিয়া-তাক্ দিয়া, জার দারা-তার দারা	জারে দিয়া-তারে দিয়া, জার দারা-তার দারা	জাক্ জাক্ দিয়া-তাক্ তাক্ দিয়া, জার জার দারা-তার তার দারা	জাগোরে দিয়া-তাগোরে দিয়া, জাগো দারা-তাগো দারা
চতুর্থী	জাক্-তাক্	জারে-তারে	জাক্ জাক্-তাক্ তাক্	জাগোরে-তাগোরে
পঞ্চমী	জারটে হাতে-তারটে হাতে, জারটে থাকি-তারটে থাকি	জার থিকা-তার থিকা	জার জারটে হাতে-তার তারটে হাতে, জার জারটে থাকি-তার তারটে থাকি	জাগো থিকা-তাগো থিকা
ষষ্ঠী	জার-তার	জার-তার	জার জার-তার তার	জাগো-তাগো
সপ্তমী	জারটে-তারটে	জার মইদ্যে -তার মইদ্যে, জার মদ্দি -তার মদ্দি	জার জারটে-তার তারটে	জাগো মইদ্যে-তাগো মইদ্যে, জাগো মদ্দি-তাগো মদ্দি

(জ)ব্যতিহারিক সর্বনাম:

"পরস্পর অর্থে, অথবা স্বেচ্ছায় ('অপরের প্ররোচনা বিনা') অর্থে"[১৪] এই প্রকার সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যতিহারিক সর্বনাম রূপে- আপনা-আপনি, নিজে-নিজে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অভিবাসিত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যতিহারিক সর্বনাম রূপে- আপনা-আপনি, আপোশে, নিজেরা নিজেরা, পরস্পর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সর্বনাম পদ কেবল মাত্র বিশেষ্য পদের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয় না তা কোন একটা পূর্ণ বাক্য[১৫] বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হতে পারে। যথা-

স্থানীয় :

(1) জাক্ তুই দেখির পাইশ না, ওই ছাওয়াটা আইচ্চে।(যাকে তুই দেখতে পারিস না, সেই ছেলেটা এসেছে।)
(2) তুই মোক্ চিনির পাইশ নাই, শেইটা মুই জানঙ্।(তুই আমাকে চিনতে পারিস নি, সেটা আমি জানি।)
অভিবাসিত :

(3) কাইল শকালে আইছিলো জে চ্যাংরাডা, ও আইজ আশপো।(কাল সকালে এসেছিল যে ছেলেটা, সে আজ আসবে।)
(4) অরা অহিনে তরে খুইজা পাবো না, শেইডা অরা ভালা কইরাই জানতো।(তারা ওখানে তোকে খুজে পাবে না, সেটা তারা ভালো করেই জানতো।)

উপরিউক্ত উদাহরণ গুলিতে প্রথম ও তৃতীয় বাক্যে ব্যবহৃত 'জাক্' এবং 'ও' সর্বনাম দুটি বাক্যাংশের পরিবর্তে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বাক্যে ব্যবহৃত 'শেইটা' ও 'শেইডা' সর্বনাম দুটি আসলে দুটি পূর্ণ বাক্যে পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে সর্বনাম পদ বিশেষ্য পদ ছাড়াও বাক্যাংশ বা পূর্ণ বাক্যের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, এই জেলায় বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস থাকা সত্বেও প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার করে চলেছে বহুকাল থেকে। কখনও সৃষ্টি হয়নি কোনরূপ বিরোধের বাতাবরণ। বরং পারস্পরিক সহাবস্থানের কারণে তাঁরা সমৃদ্ধ করে চলেছে একে অপরের ভাষা সম্পদকে। একই ভাবে এই জেলার স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদসমূহের এই বৈচিত্র্য শুধুমাত্র স্থানীয় বা অভিবাসিত সম্প্রদায়ের ভাষাকেই সমৃদ্ধ করে তোলেনি, সমৃদ্ধ করে তুলেছে এই জেলার সামগ্রিক ভাষা সম্পদকে। আর এই সমৃদ্ধ ভাষা সম্পদের সুবাদেই রাজ ঐতিহ্যবাহী এই জেলা আজও পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহের মধ্যে তার নিজ ঐতিহ্যবাহী স্থান রক্ষা করে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

1.District Census Handook, Kochbihar : Census of India, 2011, (West Bengal),Series -20 Part XII-A,Directorate of Census Operations, West Bengal, P. 51
২. বর্মণ, দীনবন্ধু : রাজবংশী প্রবাদ এবং..,(উল্লিখিত) নারায়ণ চন্দ্র বসুনিয়া (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি অঙ্গন, প্রথম প্রকাশ, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ.১৪৭
৩. ভট্টাচার্য, সুভাষ : ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা, প্রথম প্রকাশ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ.২৮৩
৪. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ.১৫১
৫. মনজুর মোরশেদ, আবুল কালাম : আধুনিক ভাষাতত্ত্ব , প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৩৩৬
৬. ইসলাম, রফিকুল : ভাষাতত্ত্ব, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৬০, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, নিউ মার্কেট, ঢাকা, পৃ. ১৯৪
৭. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩৩২
৮. চক্রবর্তী, বামনদেব : উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর,১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ২০১৩, অক্ষয় মালঞ্চ, বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭, পৃ.৯৩
৯. তদেব : পৃ.৯৩
১০. তদেব : পৃ.৯৩
১১. ঘোষ, শ্রীজগদীশচন্দ্র : আধুনিক বাংলা ব্যাকরণাকরণ, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র,১৩৪০, সপ্তদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১১৭

১২. চক্রবর্তী, বামনদেব : উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর,১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ২০১৩, অক্ষয় মালঞ্চ, বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭, পৃ.৯৪

১৩. ঘোষ, শ্রীজগদীশচন্দ্র : আধুনিক বাংলা ব্যাকরণাকরণ, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র,১৩৪০, সপ্তদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ.১১৬

১৪. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ.৩৪০

১৫. মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ ডক্টর : বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রথম সংস্করণ,১৩৪২সন, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা, পৃ.৮১